দৈনিক বাংলা

3 1 MAY 1993
পৃ... ৫ ...কলাম ... ২ ...

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য

শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীন অগ্রগতি মানব উন্নয়ন সবকিছুই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত। দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার অভিশাপ মোচনে এবং সামাজিক বিপ্লবে শিক্ষা মন্ত্রশক্তি হিসাবে কাজ করে। শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষকে সুন্দর ও সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখায়, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন বদ্ধমূল বিশ্বাস ও সংস্কারকে ধুয়ে মুছে মনকে আলোকিত করে তোলে। শিক্ষিত মানুষ প্রগতির পথিক, উন্নত জীবন ও সভ্যতার রূপকার। এজন্য সকল উন্নত ও উন্নয়নকামী দেশ শিক্ষার আলো প্রসারে সব সময় সচেষ্ট।

আমাদের দেশ ঐতিহাসিক কারণেই দরিদ্র ও অনগ্রসর। পরিণতিতে দেশবাসীর অধিকাংশই বুভুক্ষা, ব্যাধি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা আশ্রয়হীনতা ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দরকার সামাজিক বিপ্লবের, নতুন সমাজ গড়ার যোগ্য ও দক্ষ কারিগরের। কোন সমাজের জনগণ মনে প্রাণে তাদের অবস্থার পরিবর্তন কামনা করলে এবং নতুন জীবনের জন্য একাগ্র প্রচেষ্টা চালালেই তাদের ভাগ্যের চাকা ঘোরে। আরও সঠিকভাবে বলে সমাজ বিপ্লবের সাফল্যের জন্য অনুকূল ক্ষেত্র এবং জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি অপরিহার্য। শিক্ষাই এই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, সমাজবিপ্লবে সাগ্রহে ব্রতী হতে এবং নতুন সমাজকে গ্রহণ করে নিতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। যুগে যুগে এটা ঘটে আসছে এই পৃথিবীতে।

জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতি অর্জন এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই চরম মূল্যে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, শিক্ষাহারের স্বল্পতার দরুন এই উদ্দেশ্য অর্জনের গতি অত্যন্ত মন্থর। ফলে দেশের দারিদ্র্য এবং দেশবাসীর দুঃখ–দুর্দশা বাড়ছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশের সামগ্রিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, তেমনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন সার্বিক শিক্ষা বিস্তারে। প্রাথমিক শিক্ষা ও গণ শিক্ষার অভিযান শুরু হয়েছিল বিশেষ জোরেশোরে। চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষাও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। কিন্তু নয় বছরের স্বৈরশাসনামলে শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব অক্ষুন্ন থাকেনি। ফলে গতিশীল ও মসৃণ হতে পারে নি জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টা। দেশ ও দেশবাসীর অবস্থা এক রকম অপরিবর্তিতই থেকে যায় ঐ সময়।

গণবিপ্লব এবং পরবর্তীকালে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দেশ ও দেশবাসীর বিড়ম্বিত ভাগ্য পরিবর্তনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আবার শুরু হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ জোর দিচ্ছেন। দেশের কোনায় কোনায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে তিনি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেছেন, শিক্ষা প্রসারের কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন, গণশিক্ষায় জোর দিয়েছেন এবং নিচ থেকে উঁচু সকল পর্যায়ের ক্যাম্পাসে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। চলতি বছরের বাজেটে সবচেয়ে বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে শিক্ষা খাতে। আমাদের দেশের মত উন্নয়ন প্রয়াসী দেশে শিক্ষার দ্রুত বিস্তারের জন্য আরও কিছু বিশেষ ব্যবস্থা দরকার। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বিশেষ উদ্যোগের ফলেই ভারতের কেরলে শিক্ষার হার একশ শতাংশে উঠেছে। মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশেও শিক্ষা বিস্তারে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আমাদের দেশেও এমন একটি উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। গত শনিবার ময়মনসিংহে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ '৯৩ এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানের ভাষণে তিনি বলেন যে, 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচী চালু করা হবে। তিনি জানান যে, সবার জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা তার সরকারের একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং এই লক্ষ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

শিক্ষার বিনিময়ে কর্মসূচীটি দেশের গ্রামাঞ্চলের ও গরীব ঘরের শিশুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এই শিশুদের অধিকাংশই দারিদ্র্যের দরুন এবং ভাত–কাপড়ের জন্য রোজগারে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয় বলেই স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। ভর্তি হলেও লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে না বেশী দিন। খাবারের ব্যবস্থাটুকু হলে তারা স্কুলে ভর্তি হতে এবং শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারবে। তাদের গরীব মা–বাপও তাদের শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

জাতির বৃহত্তর কল্যাণেই দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি একান্ত জরুরী। শিক্ষা বিস্তারের জন্য সামাজিক অভিযান চালানো এবং তাতে শরিক হওয়া সবার কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া বলেছেন, শিক্ষা একটি জাতীয় ইস্যু। এজন্য ঐকমত্য ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। দেশ ও জাতির কল্যাণকামী প্রতিটি লোকই একথার সঙ্গে একমত হবেন। দেশে শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য রাজনৈতিক দল, শিশু সংগঠন, বেসরকারী সংস্থা এক কথায় দেশের সকল স্তরের মানুষকে উদ্যোগী ও সচেষ্ট হতে হবে। সবাই সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালালে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সফল হবে, শিক্ষার হার বাড়বে এবং উন্নতও হবে শিক্ষার মান।